দৈনিক বাংলা

[illegible] MAR 1987
[illegible] 1 [illegible] 5

6

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

ভার্সিটির সব পরীক্ষা স্থগিতঃ ক্লাস হয়নি

(স্টাফ রিপোর্টার)

একটানা তিন দিন গোলযোগ ও উত্তেজনার পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস গতকাল ছিল শান্ত। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগ ও অনুষদগুলোতে গতকাল কোন ক্লাস বা পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়নি। আবাসিক হলগুলোতে ছাত্র ছাত্রীদের উপস্থিতির হার ছিল খুবই কম। ক্যাম্পাসে এখনও পুলিশ মোতায়েন রয়েছে। সর্বস্তরের ছাত্রদের এক সভায় অবিলম্বে ক্যাম্পাস থেকে পুলিশ প্রত্যাহারের দাবী জানানো হয়েছে।

এদিকে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কার্জন হল ও কলা ভবন কেন্দ্রে আগামী ১৪ই মার্চ থেকে অনুষ্ঠিতব্য সকল পরীক্ষা স্থগিত ঘোষণা করেছে। স্থগিত পরীক্ষার তারিখ পরে জানানো হবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে যে সকল বিভাগের ইনকোর্স ও টিউটোরিয়াল ইত্যাদি পরীক্ষা এবং কোর্স পড়ানো শেষ না হওয়ায় ভাইস চ্যান্সেলর, ডীন ও চেয়ারম্যানদের এক সভায় কোর্স পদ্ধতির ১৯৮৫ সনের তৃতীয় বর্ষ বিএ/বিএসএস অনার্স পরীক্ষা ১৮ই এপ্রিলের পরিবর্তে ১৮ই জুন থেকে শুরু করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।

গতকাল সকালে ঢাকা বিশ্ব-

(শেষ পৃঃ ৩-এর কঃ দ্রঃ)

ক্লাস হয়নি

(১-এর পৃঃ পর)

বিদ্যালয় অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসন লংঘন, ছাত্র-শিক্ষকের ওপর পুলিশের নির্যাতন ও গেফতারের প্রতিবাদে এবং ক্যাম্পাস থেকে অবিলম্বে পুলিশ প্রত্যাহারের দাবীতে সর্বস্তরের ছাত্রছাত্রীদের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় একক বক্তা ছিলেন ছাত্রনেতা আখতারুজ্জামান।

জনাব আখতারুজ্জামান তার বক্তৃতায় বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস থেকে অবিলম্বে পুলিশ প্রত্যাহারের দাবী জানান। তিনি বলেন, যতক্ষণ পর্যন্ত ক্যাম্পাস থেকে পুলিশ প্রত্যাহার না করা হবে ছাত্রছাত্রীরা ততদিন পর্যন্ত ক্লাস করবেন না। সমাবেশে সকল রাজনৈতিক দল, শ্রমিক কর্মচারী সংগঠন, আইনজীবী, সাংবাদিকসহ সকল মহলকে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসন রক্ষা করার জন্যে এগিয়ে আসার আহ্বান জানানো হয়।

সমাবেশের এক প্রস্তাবে আগামী ১৪ই মার্চ শনিবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ মহানগরীর সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছাত্রধর্মঘট এবং ১৫ই মার্চ রোববার দেশব্যাপী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছাত্র ধর্মঘটের কর্মসূচী ঘোষণা করা হয়। উভয় দিনই সকাল দশটায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বটতলায় সমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হবে। সভাশেষে একটি বিক্ষোভ মিছিল কলাভবন প্রদক্ষিণ করে।

এর আগে ডাকসু ভবনে কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের উভয় অংশ, সংগ্রামী ছাত্রজোট ও কয়েকটি ছাত্র সংগঠনের নেতৃবৃন্দ এক সভায় মিলিত হন। সভায় বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসন রক্ষা করা, ক্যাম্পাস থেকে পুলিশ প্রত্যাহার ও গেফতারকৃতদের মুক্তির ব্যাপারে ঐকমত পোষণ করা হয়।

উল্লেখ্য, জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ দ্বিধা বিভক্ত হয়ে যায়। ভাঙ্গনের পর গতকালই উভয় অংশ একসঙ্গে সভায় মিলিত হয়।

সংগ্রামী ছাত্রজোট, কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের একাংশ, ছাত্রলীগ (মামুন-জোহা) এবং গণতান্ত্রিক ছাত্রলীগ অবিলম্বে ক্যাম্পাস থেকে পুলিশ প্রত্যাহারের দাবী জানিয়েছে। পৃথক পৃথক বিবৃতিতে স্বায়ত্তশাসন লংঘন, পুলিশের নির্যাতন এবং শিক্ষার পরিবেশ ক্ষুণ্ণ হওয়ায় ক্ষোভ ও নিন্দা জানানো হয়।